গোলাম নবী জুয়েল

আয়-উপার্জনে কমপিউটারের হাতছানি

পিসি বা পারসোনাল কমপিউটার এখন কোন ব্যক্তির সম্ভাবনাময় জীবনের অন্যতম নির্ণায়ক। এ সত্যটি মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছে ৮০ দশকের গোড়াতে। এবং যতই দিন যাচ্ছে মানুষের এই উপলব্ধি বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

সতের শতকের কালজয়ী শিল্প বিপ্লব যেমন পৃথিবীর কর্ম আদলকে বদলে দিয়েছিল তার চেয়ে বিপুল ও নিখুঁতভাবে পৃথিবীর মানুষের সকাল সন্ধ্যার প্রতিটি প্রহরের কর্মপ্রবাহকে গতিময় ও প্রাণবন্ত করে তুলছে কমপিউটার নামের এ সময়ের বিস্ময়কর যন্ত্রটি।

ক্ষুদ্র একটি যন্ত্র তৈরী করেছে অসীম সম্ভবনাময় এক ভবিষ্যতের। কমপিউটারের কল্যাণে শুরু হয়েছে তথ্য যুগ। অতীতের সব যুগকালকে ছাপিয়ে কমপিউটারের আশীর্বাদপুষ্ট তথ্য যুগ আজ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। মানুষ ধন্য।

কমপিউটারের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যে তার চারপাশের পরিবেশ বদলে দিচ্ছে তার স্রোতের তীব্রতা উন্নত বিশ্বের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কমপিউটারের ব্যবসা করে বিল গেটস এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা ধনী ব্যক্তিত্ব। শুধু আর্থিক সাফল্যই নয় কমপিউটার ব্যক্তিত্বরা জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোতেও সফল।

যে সাফল্য উন্নত বিশ্বের আনাচে-কানাচে, তার ছিটেফোটা থেকে বঞ্চিত নয় বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল বিশ্বের সদস্যরাও। আর বাঙালীর মেধার মান বিশ্বমানের অনেক উপরের দিকে এতো আজ সর্বজন স্বীকৃত।

তারপরও বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়েছে অনেকদিন আগেই। আর শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ মোট বেকারের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশে। তাই দেখা যায় এদেশে ১৪০০ টাকা বেতনের চাকরির জন্য ৭০,০০০ দরখাস্ত জমা পড়ে (ইত্তেফাকের রিপোর্ট)। অথচ এ দেখে উদ্বিগ্ন আমাদের কর্মকমিশন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত মানবসম্পদ। যাদের মেধা আর শক্তি দেশের অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিতে পারে তাদেরকে বেকার করে রাখা মানে অর্থব, পঙ্গু ও কর্মহীন জাতি গঠন। এ অবস্থার নিরসনকল্পে সোনার কাঠি হতে পারে কমপিউটার। 'কমপিউটার জগৎ' সূচনা সংখ্যা হতে একথা বলে আসছে।

আসলে আমাদের প্রয়োজন উদ্যোগ, উৎসাহ আর পথপ্রদর্শকের। কমপিউটারের মত সম্ভাবনাময় একটা সেক্টরে যথাযথ মনোযোগ প্রদানে এদেশের নীতি নির্ধারকদের চিন্তা চেতনায় এখনও বন্ধ্যাত্ব চলছে।

পাঠক তথা জাতির কল্যাণে 'কমপিউটার জগৎ' এ লেখার মাধ্যমে এবার সন্ধান দিচ্ছে কি করে কমপিউটার সেক্টরে সামান্য পুঁজি আর মেধার বিনিয়োগে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন একজন আত্মনির্ভরশীল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এটি প্রথম ধাপ। এমন আরো অনেক কর্মক্ষেত্রের সন্ধান 'কমপিউটার জগৎ' তার পাঠকদের ভবিষ্যতেও দেয়ার ইচ্ছে রাখে।

শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তা হলো কমপিউটার সেক্টরে বিনিয়োগে কত অর্থ উপার্জন করা যাবে তা নির্ভর করে কমপিউটার যিনি ব্যবহার করছেন তার উপর। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কমপিউটারের নিজস্ব কোন গুণ নেই। একজন একাউন্টেন্ট যেভাবে কমপিউটার ব্যবহার করবেন একজন চিত্রশিল্পী নিশ্চয়ই সেভাবে ব্যবহার করবেন না। তবে হ্যাঁ কমপিউটারের ব্যবহার ঘটিয়ে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থ উপার্জনের ভিত্তি প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. কারিগরি জ্ঞান ও সামর্থ্য।

২. ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।

একে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

ক. সামান্য কারিগরি জ্ঞান ও ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে বাজারে যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পাওয়া যায় তা থেকে প্রয়োজনীয়টি সংগ্রহ করে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে ইনবিল্ট নির্দেশমত কাজ করলেই হলো। ব্যক্তি নিজেই এখানে চাকুরিদাতা এবং চাকুরিজীবী।

খ. সামান্য কারিগরি জ্ঞান এবং মধ্যম মানের ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এটির ধরণ 'ক' এর মতোই তবে এ ক্ষেত্রে যিনি বিনিয়োগ করবেন তিনি যেমন কাজ করবেন পাশাপাশি একাধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

গ. সামান্য কারিগরি জ্ঞান এবং উচ্চ ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করে কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলবেন যেখানে সংগৃহীত হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারে কাজ করার জন্য একাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

ঘ. মধ্যম মানের কারিগরি জ্ঞান এবং নিম্ন মানের ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী ব্যক্তির নিজস্ব কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। তিনি অন্য কারো দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তিনি নিয়োগদাতার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচলিত হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের দক্ষতা সম্পন্ন হবেন।

ঙ. মধ্যম মানের কারিগরি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান ঃ

প্রচলিত প্রযুক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগানোর দক্ষতা সম্পন্ন কর্মসংস্থান প্রত্যাশী ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে নিজেই নিজের নিয়োগকর্তা হতে পারেন।

চ. মধ্যম মানের কারিগরি জ্ঞান ও উচ্চ ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে উপার্জন প্রত্যাশী ব্যক্তি ভাল মানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন এবং সেখানে মধ্যম মানের প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ছ. উচ্চ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু নিম্ন ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে কর্মপ্রত্যাশী ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং তিনি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পণ্য বা সেবা প্রস্তুত করবেন। অর্থাৎ তাকে নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে।

জ. উচ্চ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু মধ্যম মানের ব্যবসায়িক জ্ঞান ও দক্ষতা ঃ

এ ক্ষেত্রে কর্মপ্রত্যাশী ব্যক্তি উচ্চ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন হবেন যিনি নতুন নতুন সফটওয়্যার প্রস্তুতে সক্ষম এবং নিজের তৈরী সফটওয়্যার নিজেই বিক্রয়ে সক্ষম।

ঝ. উচ্চ প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান ঃ

এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী নিজেই উচ্চ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হবেন এবং তার ওখানে যারা কাজ করবে তারাও নতুন নতুন উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য ও সেবা প্রস্তুতে দক্ষতা সম্পন্ন হবেন। বিল গেটস প্রমুখ কমপিউটার ব্যক্তিত্ব এ দলের অন্তর্ভূক্ত।

এখন পাঠক, সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা আপনি কোন দলের অন্তর্ভূক্ত। নিজের অবস্থানটি আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে। তবে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। আপনি যে দলেই পড়ুন না কেন আপনার চেষ্টা শ্রম, অনুশীলন ও অধ্যবসায় আপনাকে ক্রমেই যোগ্য থেকে আরো যোগ্যতর করে তুলবে। কমপিউটার নির্ভর পেশা এমনই একটি পেশা যেখানে অভিজ্ঞতা আর অনুশীলনের মূল্য অন্য যে কোন পেশার তুলনায় বেশী।

ইতিমধ্যে আপনি জেনে থাকবেন আজকের কমপিউটারের অনেক বড় পন্ডিত একসময় কমপিউটারের কিছুই জানতেন না। কোন এক সময়ে তাঁরা এর প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে, ধীরে ধীরে তাদের আগ্রহ তাদেরকে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে ব্রতী করে তোলে এবং কোন এক পর্যায়ে তারা আবিষ্কার করলো তাঁরা এমন কিছু তৈরী করেছে যা বিক্রয়যোগ্য। এভাবেই হয়। কর্মচঞ্চল এ পৃথিবীতে আজ এটি আশা করা বাতুলতা যে কেউ একজন এসে আপনাকে টাকা বানানোর আইডিয়া দিয়ে যাবে। অতএব যা কিছু করার তা আপনাকেই করতে হবে। আর করতে যখন হবেই তখন আজ নয় কেন? চলুন তবে শুরু করা যাক। নিচে বেশ অনেকগুলো আইডিয়া দেয়া হলো। এর যে কোনটিই হতে পারে আপনার জন্য সর্বোত্তম।

কমপিউটারে বিনিয়োগে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। নীচে যে আইডিয়াগুলো দেয়া হলো এর যে কোনটিতে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজন হতে পারে ২ লাখ টাকা। তবে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যমানের কমপিউটার ও প্রিন্টার দিয়েও অনেক কাজ শুরু করা যায়। আজকাল অনেক ব্যাংকই আপনার বিনিয়োগের বিপরীতে তিনগুণ ঋণ দিচ্ছে। দিচ্ছে আরও অনেক সুবিধা।

কৃষকের বন্ধু

বাংলাদেশের মোট খানা বা পরিবারের ৩৯.৮ শতাংশ কৃষক পরিবার। এবং এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৩.৮ শতাংশ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের একটা বড় অংশ আবার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। কৃষিকাজে আমাদের দেশের কৃষকরা এখনো প্রাচীন পদ্ধতি থেকে খুব একটি বেরিয়ে আসতে পারেননি।

এদিকে নানা কারণে আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ুর গতি প্রকৃতিতে এসেছে পরিবর্তন। ভূতুকেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। ফলে জমিতে আর আগের মত ফসল উৎপন্ন হয় না। উন্নত বিশ্বে একর প্রতি যে পরিমান ফসল উৎপন্ন হয় আমাদের দেশের কৃষকরা তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদনে গলদঘর্ম হয়। বিশেষহারা আমাদের দেশের কৃষকগণ। কৃষকদের এই দুর্দিনে তাদের বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়াতে পারেন আপনি। এজন্য কমপিউটারে উচ্চ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই। তবে একাজে সঠিক সফটওয়্যারটি বেছে নেয়াটা জরুরী। বাজারে অনেক ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। তবে

ফার্ম ওয়েদার সেন্টার বা ফার্ম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি আপনার বেশী উপযোগী হতে পারে। এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহারে আপনি যা করতে পারেন তা হলো– যে এলাকায় কাজ করবেন সে এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূত্বকের পরিবর্তন, আবহাওয়া ও ভূত্বক অনুযায়ী বীজ ও চারা নির্বাচন, কি পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহার প্রয়োজন তা নির্ধারণসহ চাষাবাদের সংগে সংশ্লিষ্ট সব তথ্যই সময়মত কৃষককে পৌছিয়ে তাদের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়াতে পারেন তেমনি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়ে আনতে পারেন।

এদেশের ৮৫,০০০ গ্রামে যদি আপনার মত ৮৫,০০০ উদ্যমী ব্যক্তি কাজ শুরু করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাটাই আমূল বদলে যেতে পারে।

ডকুমেন্ট ওয়ার্ড প্রসেসিং

মানুষ চায় ছোট বড় পয়েন্টে সুন্দর হরফে ককককে সাজানো গোছানো ডকুমেন্ট। মানুষের এই চাহিদা পূরণে টাইপ রাইটার এখন অচল। ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটারও পস্তায়।

চাকুরি সন্ধানী ব্যক্তি, বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী যেমন জীবন বৃত্তান্ত কমপিউটারে কম্পোজ করতে চায় তেমনি চিঠি লেখা, দরখাস্ত লেখা, থিসিস পেপারসহ টাইপ রাইটারে করা হয় এমন সব কাজই এখন কমপিউটারে পেতে চায় মানুষ।

ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, অন্যের রেফারেন্সে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে এ জাতীয় কাজ জোগাড় করা সম্ভব।

এ কাজে প্রয়োজন হবে একটি সাধারণ মানের এপল বা আইবিএম বা আইবিএম কমপিটাবল কমপিউটার, ১টি ডট মেট্রিক্স বা লেসার প্রিন্টার এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার। যেমন ঃ ওয়ার্ড পারফেক্ট, ওয়ার্ডস্টার, এম এস ওয়ার্ড, ইজি রাইটার টু ইত্যাদি।

আইনজীবীদের সাহায্যকারী

একজন আইনজীবী জানতে চান তিনি যে ধরনের মামলা পরিচালনা করেন সে ধরনের মামলায় অতীতে কি রায় দেয়া হয়েছিল। এ জাতীয় তথ্য খুঁজে পাওয়ার পর তিনি সাধারণত প্রাপ্ত তথ্যকে মামলার বিষয়, ব্যক্তি, সংঘটিত স্থান, তারিখ ইত্যাদি ভাগে সাজাতে চান। এছাড়াও প্রায়শঃ তিনি জানতে চান সারা বছরে তিনি কতগুলো মামলার বিবরণ শুনেছেন, কত জনের মামলা তিনি গ্রহণ করেছেন, কার নিকট থেকে কত টাকা কিস্তিতে গ্রহণ করেছেন, এখনো কার নিকট কত বাকী আছে ইত্যাদি তথ্য।

এখন আপনি যদি জানেন আদালতে কিভাবে কি কাজকর্ম হয় এবং আইনজীবীর চাহিদা কি কি থাকে তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে এক বা একাধিক আইনজীবীর সাহায্যকারী হিসেবে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

এ কাজে আপনার দরকার হবে একটি সাধারণ মানের কমপিউটার, একটি ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার। এ কাজের উপযুক্ত কিছু সফটওয়্যার হলো CRIBS, দি লিগাল মেশিন, ল ফার্ম ম্যানেজমেন্ট, এটর্নি ক্যালেন্ডার ইত্যাদি।

মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ

ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। আর পুরো বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। দেশের জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ মুসলমান। প্রতিটি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রয়েছে মসজিদ কমিটি। ছোট মসজিদগুলোর কথা বাদ দিলেও বড় মসজিদের আয়, ব্যয়, ইমাম, মোয়াজ্জিন নিয়োগসহ অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণে কমিটিকে হিমশিম খেতে হয়। কখনো কখনো অপ্রীতিকর অবস্থাও তৈরী হয়।

এখন আপনি যদি উদ্যোগী হয়ে জেনে নেন মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণে মসজিদ কমিটিকে কি কি কাজ করতে হয় এবং যদি তাঁদেরকে বোঝাতে পারেন তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে কমপিউটারে এন্ট্রি করে নিয়মিত রাখা হলে প্রয়োজনের সময় সর্বশেষ তথ্যটি মুহূর্তের মাঝে পাওয়া যাবে তবে কোন বড় মসজিদের সাথে এককভাবে কিংবা অনেকগুলো ছোট ছোট মসজিদের কাজ আপনি বাসায় বসেই করতে পারবেন।

একাজে প্রয়োজন হবে কমপিউটার, প্রিন্টার এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার। এ কাজের জন্য প্রোগ্রাম লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে।

কমপিউটার প্রশিক্ষণ

সারাদেশে এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার। এরা বিভিন্ন প্যাকেজ বা এপ্লিকেশন প্রোগ্রামের উপর কোর্স করিয়ে থাকে। যারা ট্রেনিং নেন তারা যে সবাই পরবর্তীতে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যান তা নয়। আবার এমনও হয় ট্রেনিং চলাকালীন সময়েও অনেকে বাড়তি প্রাকটিস করতে চান কিন্তু সুযোগ পান না।

কমপিউটারের ব্যবহার শেখার পর অনুশীলন প্রত্যাশীদের আরো সুযোগ তৈরি করে আপনি নিজের কর্মসংস্থান করতে পারেন।

শুরুতে আপনি একটা কমপিউটার কিনতে পারেন (পরবর্তীতে একাধিক কমপিউটার কিনতে হবে) সঙ্গে প্রিন্টার থাকলে ভাল। তবে অবশ্যই একাধিক সফটওয়্যার কিনতে হবে। জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সব ধরনের সফটওয়্যারই রাখতে হবে।

চার্জের বিষয়টি ঘন্টা বা মাসিক কোন হিসেবে হবে সেটি আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সদস্য সংগ্রহের জন্য কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে বিজ্ঞপ্তি ও লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়েও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মেডিক্যাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট

এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগী দেখেন, প্রেসক্রিপশন দেন। পরবর্তী সময়ে এ রোগী আবার যখন যান সংগে প্রেসক্রিপশন নিয়ে যেতে হয় কারণ পূর্বের তথ্যগুলো ডাক্তারকে জানতে হয়। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগী প্রতি আলাদা আলাদা খাতা সংরক্ষণ করেন। এতো গেল রোগী রোগের ইতিহাস এবং চিকিৎসার কথা। এর পর রয়েছে বিলের ব্যাপার এপয়েন্টমেন্টের বিষয় এবং আরো অনেক কিছু।

ব্যস্ত ডাক্তাররা তাই তাদের চেম্বারে একজন সহকারী রাখেন যিনি এ জাতীয় দাপ্তরিক কাজ করেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো ঐ ব্যক্তির পক্ষে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। যেমন ঃ প্রেসক্রিপশন।

তাই এক্ষেত্রে কমপিউটার হতে পারে উপযুক্ত সমাধান। বাংলাদেশে ২২৬৮২ জন ডাক্তার রয়েছেন। এদের যে কেউই হতে পারেন আপনার কাঙ্খিত জন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা। এ কাজে কমপিউটার সম্পর্কে আপনার মধ্যম মানের জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। আর লাগবে কমপিউটার, প্রিন্টার এবং সফটওয়্যার (যেমন ঃ এমডিএক্স, এটিএ মেডিকেল সিস্টেম, মেডিকেল অফিস বিজনেস সিস্টেম ইত্যাদির যে কোন একটি বা দুটি)।

তথ্য ব্যবসায়ী

ইনফরমেশন বা তথ্য সব যুগেই অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ আর বর্তমান যুগকে তো বলা হচ্ছে তথ্যের যুগ। তাই এর আবেদন এখন আরো অনেক বেশী। কিন্তু এই তথ্যের যুগেও তথ্য শূন্যতায় ভুগছি আমরা। আমাদের সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকালে এ সত্যটি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। এছাড়াও সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা প্রায়শঃই প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য হাঁসফাঁস করেন। দেশে আছে ১৬০০০ এনজিও। বিশাল এ সেক্টরগুলোর এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে আপনার টার্গেট।

প্রথমে টার্গেট সেক্টর ঠিক করে ঐ সেক্টরে কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলুন। তারপর কমপিউটারে ঐ সব তথ্যের ডাটাবেজ তৈরী করুন। নিয়মিত আপডেট করুন। প্রিন্টারে প্রিন্ট নিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করে তথ্য বিক্রয় শুরু করুন।

এই কাজে একটি ভাল মানের কমপিউটার ও প্রিন্টার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বাজারে একাধিক রয়েছে। শুরুতে ডিবেজ বা উইডোজে কাজ করতে পারেন।

রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনা

প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষ কর্ম উপলক্ষে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন ঢাকার আশপাশ হতে লাখ লাখ লোক আসে কাজ উপলক্ষ্যে। আবার তারা বাড়ী ফিরে যায়। ভ্রাম্যমান এই মানুষদের আহারের জন্য যেমন রেস্টুরেন্টের প্রয়োজন তেমনি এমন অনেকে আছেন যারা অনেকটা রুটিন করে স্বাদ বদলাতে রেস্টুরেন্টে খান। তার মানে হোটেল ব্যবসা বেশ বড় আকারের ব্যবসা। কিন্তু আমাদের দেশের অন্য দশটা প্রতিষ্ঠানের মত হোটেল ব্যবসা শিল্পেও অব্যবস্থাপনা নিত্য বিরাজমান। অব্যবস্থাপনার কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও হুমকীর মুখে পতিত। অধিকাংশ হোটেল ব্যবসায়ী অনেকটা নির্দ্বিধায় আগের দিনের বেঁচে যাওয়া নষ্ট পঁচা খাবারটি পরের দিনের রান্নার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছেন। আবার যারা এটি করছেন না তারা খাদ্যের আপচয় করছেন। এর সমাধানে প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে খাদ্যের উদ্বৃত্ত হওয়ার পরিমান হ্রাস পাবে। এবং এটি সম্ভব। এছাড়াও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় আরো যেসব সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় তার অন্যতম হলো, প্রতিদিনের বাজার করা, কোন আইটেম কি পরিমাণ প্রস্তুত করা হবে তা নির্ধারণ করা, কর্মচারীদের বেতন, ক্যাশ মিলানো ইত্যাদি।

রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে আপনি রেস্টুরেন্ট মালিককে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সাহায্য করতে পারেন। এর ফলে জনস্বাস্থ্যও সংরক্ষিত হবে নিঃসন্দেহে। প্রোগ্রাম এবং প্রিন্টারই এজন্য যথেষ্ট। ডিবি মাস্টার এবং ডিসি কেলক সফটওয়্যার একাজে খুবই উপযুক্ত।

ঠিকানা প্রস্তুতকরণ

পৃথিবীতে যে যুগই আসুক না কেন যোগাযোগের প্রয়োজন কখনোই ফুরাবে না। আর যোগাযোগের জন্য ঠিকানা থাকা জরুরী। ঠিকানা যদি না-ই থাকলো তবে যোগাযোগ হবে কোথায়? ঠিকানার আবার স্থায়ীরূপ নেই। আজকে কোন একজন ব্যক্তি বা সংস্থা যেখানে অবস্থান করছেন কাল বা পরশু তিনি ঠিকানা বদলে হয়তো অন্যত্র যাচ্ছেন। ঠিকানার তালিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ছে।

আমাদের দেশে কয়েক হাজার সরকারী, আধা সরকারী, ১৬০০০ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসহ হাজারখানেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা রয়েছে। আরো রয়েছে কয়েক হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি দেশে পাঁচ শতাধিক কুরিয়ার সার্ভিস রয়েছে। কাজের প্রয়োজনে দেশ আর বিদেশের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে এদের সবার। প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায় ঠিকানার পরিবর্তন ঠিকানার লিস্টে যথাসময়ে তুলতে না পারার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডেসপ্যাচ সেকশনকে হিমশিম খেতে হয়। অনেকের আবার চাকরিও চলে যায়। যোগাযোগের এই প্রতিবন্ধকতায় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন আপনি।

একটি কমপিউটার, একটি ডাটাবেজ প্রোগ্রাম সফটওয়্যার এবং প্রিন্টার সংগ্রহ করে কাজে লেগে যান। এই সেক্টরে কাজ পেতে কোন অসুবিধা হবে না। ব্যক্তিপর্যায়ে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক সংস্থার কাজই আপনি বাগিয়ে নিতে পারবেন। তবে শুরুতে বিভিন্ন সংস্থায় যেয়ে যেয়ে মেইলিং লিস্ট আপডেট রাখার সুবিধা সম্পর্কে বোঝাতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বে এই কাজ করছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিযুতের ঘরে।

হিসাবপত্র প্রস্তুতিতে

বাংলাদেশে খুচরা ব্যবসায়ীর সংখ্যা কত? না এর কোন পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। এদেশে পাইকারী ব্যবসায়ীর পরিসংখ্যানটিও আমরা জানি না। তবে এ জানি যে ঢাকার চকবাজার, মৌলভীবাজার, বাংলাবাজার, ইসলামপুর, চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজার, খুলনার খালিশপুরসহ এদেশে শতাধিক বড় বড় পাইকারী বাজার রয়েছে। ধারণা করতে পারি পাইকারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা আধা লাখের কম নয়। এদের যে কেউ আপনার আয়ের বন্দোবস্ত করতে পারেন। ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করে এদেরকে আপনার বোঝাতে হবে তাদের ব্যবসার জন্য কমপিউটার কত জরুরী এবং প্রয়োজনীয় একটি বস্তু। ব্যবসা মানেই সেখানে আর্থিক লেনদেন। আর যেখানে আর্থিক লেনদেন সেখানে নগদ এবং বকেয়া দুটো বিষয়ই আছে। একজন ব্যবসায়ী যে শুধু পাওনাদার হবেন তা নয় তিনি দেনাদারও হবেন। পাইকারী ব্যবসায়ী যেমন খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পাওনাদার হবেন তেমনি তিনি পণ্য উৎপাদক বা আমদানীকারকের নিকট দেনাদারও হয়ে থাকেন। দেনা-পাওনার এই হিসেবের বাইরে আরো রয়েছে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসেব, চালান ও বিলের হিসেব, বাজেটিং, কর্মচারীদের বেতন, মালের মজুদ নিয়ন্ত্রণ। আরো কত কি? এ এক এলাহী কারবার। হিমশিম খেতে হয়। ভুলচুক হয়। ভুলচুকের কারণে ব্যবসায় লোকসান হয়। কখনো কখনো লোকসানের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ফেলতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে কমপিউটারে হিসাব সংরক্ষণ, মালের মজুত নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগের তালিকা সংরক্ষণ ইত্যাদি যদি করা হয় তবে ব্যবসায়ীর দুশ্চিন্তা অনেকাংশে লাঘব হতে পারে।

এ বিষয়টি যারাই বুঝবেন তারাই আপনার আয়ের বন্দোবস্ত করবেন নিঃসন্দেহে। এ কাজে আপনার বুক কিপিং এবং একাউন্টিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আর দরকার হবে একটি কমপিউটার, একটি প্রিন্টার এবং টালি, ই-এক্স জাতীয় বাজারে জনপ্রিয় ২/৩ টি সফটওয়্যার।

বইয়ের প্রকাশনায়

বাঙালী বই পড়ে না– সৈয়দ মুজতবা আলী বেঁচে থাকলে একথা আর বলতে পারতেন না। গত বছর এবং তার আগের বছর শুধু একুশের বইমেলায় ৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। তার মানে বাঙালী শুধু বই পড়ছে না কিনছেও। আর লেখক সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সবাই এখন তাদের বইটি কমপিউটার কম্পোজে দেখতে চায়।

বই ছাড়াও ছোট বড় লিটল ম্যাগাজিন, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী ইত্যাদির কাজ নিয়মিত হচ্ছে। কাজের পরিমাণ যত ঐ পরিমাণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে উঠেনি। তাই আপনি এই লাইনে আপনার আয়ের পথটি খুঁজে নিতে পারেন। তবে আমাদের দেশে লক্ষ্য করা গেছে এই কাজগুলো তারা বেশী পাচ্ছেন যাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্ট সেকশনও জড়িত আছে।

এ কাজে দরকার হবে একটি ভাল মানের কমপিউটার, একটি লেসার প্রিন্টার এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার যেমন পেজ মেকার, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

নিউজ লেটার

জাতিসংঘের বিভিন্ন অংগসংগঠনসহ অনেক দাতা সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছেন যারা ঠিকাদারীভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থাকে দিয়ে বিশেষ বিশেষ দিন বা পক্ষ উপলক্ষে নিউজলেটার প্রকাশ করেন। আবার এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ইনহাউস নিউজলেটার প্রকাশ করতে চান কিন্তু এজন্য আলাদাভাবে স্থায়ী ভিত্তিতে লোক নিয়োগে বাঁধা রয়েছে। এদের ইচ্ছাপূরণে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন।

আপনার যদি লেখার দক্ষতা, সম্পাদনা করার যোগ্যতা এবং কম্পোজ করার জ্ঞান থাকে তবে একাই আপনি একটি নিউজলেটার বের করতে পারেন। আর না থাকলে এক বা একাধিক বন্ধু মিলে এ কাজটি করতে পারেন। জাতিসংঘের কোন অংগসংগঠনের কাজ হলে বছরে ২/১টি কাজই আপনাকে ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচার সুযোগ দিবে। তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে একাধিক কাজ সংগ্রহ করা কঠিন কিছু নয়। একাজে আপনার প্রয়োজন হবে একটি কমপিউটার, লেসার প্রিন্টার।

প্রকল্প উপস্থাপনা

উপস্থাপনার গুণে অনেক নিম্নমানের জিনিসও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয়, অন্ততঃ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। আবার দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনার অভাবে অনেক ভাল জিনিস আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। বৈদেশিক ঋণ আর সাহায্য নির্ভর আমাদের দেশের জন্য সুন্দর উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক বেশী।

বৈদেশিক ঋণ আর সাহায্য পাওয়ার জন্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে প্রজেক্ট পেপার বা প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরী করেন। প্রজেক্ট পেপারগুলো পাঠাতে হয় দাতা দেশ ও সংস্থার নিকট। প্রকল্প প্রস্তাবনা পাওয়ার পর যদি দাতা দেশ বা সংস্থা কনভিন্স বা প্রভাবিত হন তবে বিষয়টির আলোচনা এগোয় নতুবা শুরুতেই ঐ প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কমপিউটারের প্রয়োজন ও ব্যবহার বর্তমান সভ্যতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো গ্রাফ করে তথ্যের আকারে তৈরী করা, সমস্ত বিষয়টি সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপনের জন্য কমপিউটার ব্যবহার সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। একাজে 'পাওয়ার পয়েন্ট' এবং 'ডিরেক্টর' জাতীয় প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজন হবে শক্তিশালী কমপিউটার এবং উন্নতমানের প্রিন্টার। এক্ষেত্রে আপনার নিয়োগদাতা কোন ল্যাপটপ কমপিউটারের মাধ্যমে সরাসরি বা মাইক্রো কমপিউটারে ফ্লপি ডিস্কের মাধ্যমেও প্রকল্প উপস্থাপন করতে পারেন। তাকে সহায়তার জন্য আপনিও সাথে থাকতে পারেন।

এমন কাজ পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ ছাড়াও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে।

পাঠক, আরো আছে। কমপিউটার ব্যবহার করা যায় চলচ্চিত্রে নির্মাণে, রোগ নির্ণয়ে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ডেয়ারী ফার্মে, হাস মুরগী পালনে। কোথায় নয়? মৎস্য চাষের কথাই ধরুণ। মাছে ভাতে বাঙালীর এদেশে রয়েছে ১০ হাজার জল মহাল, ৫ শতাধিক স্থাপনা, চিংড়ি ঘের, পোনা ক্ষেত্র, বাজার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব মাঝে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার কোন যোগ সূত্র গড়ে উঠেনি তুলতে না পারায় ১২ কোটি জনগণের প্রত্যেকেই। এ কাজে কমপিউটারের ব্যবহার ঘটাতে পারলে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনা সম্ভব হতো। মৎস্যখাতে এখন অর্থের অভাব নেই। অভাব সমন্বয়ের।

আর এই সমন্বয়ের কাজে সব থেকে জরুরী যে বস্তুটির প্রয়োজন তা হলো কমপিউটার। প্রতিটি জেলে পল্লীতে মাছ ক্রয় কেন্দ্রে ফ্যাক্স সুবিধাসহ যদি কমপিউটার স্থাপনে উদ্যোগ নেয়া হয় তবে এ সমস্যা মোকাবেলা সম্ভব। (এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য রয়েছে নাজীমউদ্দিন মোস্তানের লেখা 'বিশ্ব তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতের মুঠোয়' প্রতিবেদনে)

শুরুটা ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে আপনিও করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে নিঃসন্দেহে। মানব সম্পদের সুষ্ঠু বিনিয়োগে আশা করা যায় সরকার এগিয়ে আসবেন। অবহেলিত সম্পদকে কাজে লাগাবেন। বাংলাদেশের রেলপথে স্থাপিত ফাইবার অপটিক টেলিফোন ব্যবস্থার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র রেল বিভাগ ব্যবহার করছে। বাকী ক্ষমতাকে রেললাইনের পার্শ্ববর্তী জনপদ, গঞ্জ, শহর, প্রতিষ্ঠানমালার কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করলে টিএন্ডটির বাইরে এখনি জাতির সক্রিয় অর্থনৈতিক এলাকা অনেক অনেক গুণে বিস্তৃত হবে যার প্রাণকেন্দ্রে থাকবে কমপিউটার। আর এর ফলে আয়-উপার্জনে যারা কমপিউটারকে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটি হবে অবারিত এক সুযোগের উর্বরভূমি। ❑

AutoCAD Training Center (ATC)

Specialised for

√ AutoCAD Training
√ CAD Consultancy
√ Master Plan
√ Digitizing
√ Design
√ Drawing
√ Plotting
√ Printing
√ Advanced System
√ Implementation
√ Auto LISP Programaing
√ Related packge with AutoCAD

Plese Contact :

AutoCAD Training Center

37 East Tejturi Bazar
(Near Govt. Science Collage),
Farmgate, Dhaka-1215
Fax : 88-02-817091